২২-১০-১৭ প্রাতঃ মুরলি "অব্যক্ত বাপদাদা" ওম্ শান্তি রিভাইস : ১৮-০২-৮৩ মধুবন

॥ সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকার বিধি ॥

বাচ্চারা, আজ তোমাদের সবার দিলারাম বাবা, তোমাদের অন্তরের ধ্বনি এবং অন্তরের মিষ্টি মিষ্টি কথার রেসপন্স দিতে তোমাদের মাঝে এসেছেন । অমৃতবেলা থেকে শুরু ক'রে বাপদাদা চারিদিকের সব বাচ্চাদের বিভিন্ন রকমের অর্থপূর্ণ (রহস্য ভরা) ধ্বনি (সুর) শুনতে থাকেন । সারাদিনে কত বাচ্চাদের কতরকম অর্থপূর্ণ ধ্বনি তিনি শুনে থাকবেন ! সব বাচ্চারই সময়-সময়ে বিভিন্ন ধ্বনি থাকে । সবচেয়ে বেশি ন্যাচারাল গম্ভীর ধ্বনি কে শোনে ? ন্যাচারাল বস্তু সর্বদা প্রিয় লাগে । সব বাচ্চাদের আলাদা আলাদা ধ্বনি শুনে বাপদাদা বাচ্চাদের মুখ্য বিষয়ের সারমর্ম বলেন ।

তোমরা বাচ্চারা সবাই তোমাদের যথাশক্তি একাগ্র হয়ে মগ্ন অবস্থায় স্থিত হওয়ার জন্য বা মগ্নতার অনুভাবীমূর্ত হওয়ার জন্য অ্যাটেনশন দিতে দিতে খুব ভালোভাবে এগোচ্ছ । তোমাদের হৃদয়ে একই উত্সাহ-উদ্দীপনা থাকে, বাবা সমান হয়ে বাবার কাছাকাছি থাকার রত্ন হয়ে, সুযোগ্য সন্তান হওয়ার প্রমাণ দেওয়া । এই উত্সাহ-উদ্দীপনা সবার উড়তি কলার আধার । এই উত্সাহ, আসন্ন বহু বিঘ্ন সমাপ্ত ক'রে সম্পন্ন হওয়ায় অনেক সহযোগ দেয় । এই উত্সাহের কারণেই শুভ এবং দৃঢ় সংকল্প, তোমাকে বিজয়ী বানানোর বিশেষ শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে যায় । এইজন্য সদা এই উত্সাহ-উদ্দীপনা এবং লক্ষ্যে পৌঁছনোর এই উড়তি কলা যেমন আছে, তেমনই হৃদয়ে লালন করো । তোমাদের উদ্যম-উত্সাহ কখনও কম হতে দিওনা । উত্সাহ এই যে, তোমরা অবশ্যই বাবা সমান সর্বশক্তি, সর্বগুণ এবং সর্বজ্ঞানের ভাণ্ডারে সম্পন্ন হবে, কারণ পূর্ব কল্পেও তুমি শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়েছিলে । এটা মাত্র এক কল্পের ভাগ্য নয়, কিন্তু অনেক বারের এই ভাগ্যরেখা ভাগ্যবিধাতা দ্বারা অঙ্কিত হয়েছে । এই উদ্যমের আধারেই নিজে থেকেই উত্সাহ হয় । কি উত্সাহ ? 'বাহ্ আমার ভাগ্য ' । বাপদাদা তোমাদের যে বিভিন্ন টাইটেল দিয়েছেন, তার স্মৃতি স্বরূপ হয়ে অবিরত উত্সাহে থাকবে অর্থাত্ অবিরত তোমাদের খুশি থাকবে । তোমাদের উত্সাহের সবচেয়ে বড় ব্যপার হলো যে, তোমরা অনেক জন্ম বাবাকে খুঁজেছ, কিন্তু বাপদাদা এই সময় তোমাদের খুঁজে পেয়েছেন । বিভিন্ন রকম পর্দার আড়ালে তোমরা লুকিয়ে ছিলে । সেই পর্দার অন্তরালে থাকা সত্ত্বেও তিনি তোমাদের খুঁজে পেয়েছেন, তাই না ? বিচ্ছিন্ন হয়ে তোমরা কতদূর চলে গিয়েছিলে ! ভারত দেশ ছেড়ে কোথায় চলে গেছ ! ধর্ম, কর্ম, দেশ, রীতি-রেওয়াজ ইত্যাদি কতরকম পর্দার আড়ালে তোমরা চলে গিয়েছিলে ! তাইতো তুমি নিরন্তর এই উত্সাহ আর খুশি লালন করো, তাই না ? বাবা তোমাকে নিজের করেছেন নাকি তুমি বাবাকে নিজের করেছ ? মেসেজ তো প্রথমে বাবাই পাঠিয়েছেন, তাই না ? যদিও তাঁকে চিনতে তোমাদের কারও কারও একেকরকম সময় লেগেছে ! সুতরাং, সদা উত্সাহ-উদ্দীপনায় থাকা আত্মাদের এবং এক বল, এক ভরসায় থাকা বাচ্চাদের সদা অকুতোভয় হয়ে বাবার সহায়তা অনুভব হয় 'হিম্মতে বচ্চে মদদে বাপ' (বাচ্চারা সাহস করে এগোলে বাবাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন) । "এতো হতেই হবে" - এই সাহস তোমাদের আছে । এই সাহসের সাথেই তুমি স্বতোই সহযোগিতা লাভ করার উপযুক্ত হয়ে যাও এবং তোমার সাহসের সংকল্পের সামনে মায়াও সমস্ত সাহস হারিয়ে ফেলে । "আমি জানিনা, এটা হবে কি হবেনা" "আমি করতে পারব কি পারব না" - এমন সংকল্প করা অর্থাত্ মায়াকে আহ্বান করা ! যদি মায়াকে আহ্বান করোই তবে সে কেন আসবেনা ? এই সংকল্প আসা অর্থাত্ মায়াকে রাস্তা দেখানো । মায়ার জন্য যখন তুমি রাস্তা খুলেই দিচ্ছ, তবে কেন সে আসবেনা ?

অর্ধকল্প ধরে সে তোমায় স্নেহ দেওয়ার পর যদি তুমি তাকে রাস্তা দেখাও, তখন সে কিভাবে না আসবে ? সদা প্রবল উত্সাহে এবং উদ্যমে সাহসী আত্মা হও । বিধাতা এবং বরদাতা বাবার সম্বন্ধে তুমি, যে বালক সেই মালিক হয়ে গেছ । তোমরা সর্ব ভাণ্ডারের মালিক হয়েছ যেখানে অপ্রাপ্ত বস্তু কিছু নেই । এমন মালিক যদি প্রবল ভাবাবেগে আর উদ্যমে না থাকে তবে কে থাকবে ? সদা তোমার ললাটে এই স্লোগান স্মৃতি রূপে থাকুক - "আমিই ছিলাম, আমিই আছি আর আমিই থাকবো ।" মনে আছে তোমাদের ? এই স্মৃতি তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে । সদা এই স্মৃতিতে থাকো । আচ্ছা !

আজ, ডবল বিদেশী, যারা সবচেয়ে বেশি দূরের দেশবাসী, যারা দূর থেকে এসেছে তাদের সাথে বাবা বিশেষভাবে মিলিত হতে এসেছেন । তাহলেও, ভারতের বাচ্চারাই সদা সর্বাধিকারী । তবুও, তোমরা চ্যান্সেলর হয়ে অন্যদের চান্স দাও, এই কারণে ভারতে মহাদানী হওয়ার ঐতিহ্য আজও বিদ্যমান । তোমরা সকলেই বিশ্ব সেবার যজ্ঞে নিজেদের মতো সহযোগ দিয়েছ । তোমরা প্রত্যেকে গভীর ভালোবাসায় সবচেয়ে ভালো পার্ট অভিনয় করেছ । সবার এক সংকল্প দ্বারা অনেক আত্মারা বাবার কাছে আসার সন্দেশ পেয়েছে । এখন এই সন্দেশ দ্বারা প্রজ্জ্বলিত জ্যোতি অন্য অনেককে জাগাতে থাকবে । তোমরা ডবল বিদেশী বাচ্চারা নিজের দৃঢ় সংকল্পকে সাকার করেছ । ভারতবাসী বাচ্চারাও বিশেষ আত্মাদের কাছে নিয়ে এসেছে, যারা পরে নাম বিস্তার করবে এবং সন্দেশ লাভ করতে অন্যকে সমর্থ বানাবে । তোমরা কলমধারীদেরও স্নেহ দিয়ে কাছে নিয়ে এসেছ । কলমের শক্তি এবং বাণীর শক্তি দুইই একসাথে সন্দেশের জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত রাখবে । এইজন্য ডবল বিদেশী বাচ্চাদের এবং ভারতের কাছাকাছি বসবাসকারী বাচ্চাদের, উভয়কেই অভিনন্দন ! ডবল বিদেশী বাচ্চারা পাওয়ারফুল আওয়াজ বিস্তৃত করার নিমিত্ত হওয়া বিশেষ আত্মাদের নিয়ে এসেছিল, সেইজন্য বিশেষ অভিনন্দন । বাবা তো সদা বাচ্চাদের সেবাধারী । বাচ্চারা ফার্স্ট আর বাবা তো ব্যাকবোন, তাই না ! বাচ্চারাই তো ময়দানে সামনে আসে ! মেহনত বাচ্চাদের, স্নেহ বাবার । আচ্ছা ।

এইরকম সদা প্রবল উদ্যম এবং প্রবল উত্সাহে থেকে সদা বাপদাদার সহায়ের সুযোগ্য পাত্র, সাহসী বাচ্চারা, সদা সেবাতে আত্মহারা, সদা নিজের প্রাপ্ত হওয়া শক্তি দ্বারা সর্বশক্তির প্রাপ্তি করতে সকল আত্মাদের সমর্থ বানায়, এইভাবে সদা বাবার সর্বাধিকারী এবং যে বালক সেই মালিক বাচ্চাদের, বাপদাদার বিশেষ স্নেহ-সম্পন্ন স্মরণ এবং নমস্কার ।

জানকী দাদীজীর সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ-
বাবা সমান হওয়ার বরদান লাভ করেছ, তাই না ? ডবল সেবা করে থাকো তুমি । এই বাচ্চির মন্সা সেবার সফলতা খুব ভালো দেখা যাচ্ছে । সফলতা স্বরূপের প্রত্যক্ষ প্রমাণ হলে তুমি । বাবার সাথে সাথে সবাই এই বচ্চিরও গুণ গায় । বাবার সাথে সর্বত্র তুমি পরিক্রমণ করো । তুমি চক্রবর্তী রাজা । প্রকৃতিজিত্ হওয়ার প্র্যাকটিক্যাল পার্ট তুমি খুব ভালোভাবেই পালন করছো । এখন তো সংকল্প দ্বারা সেবার পার্টও খুব ভালো পালিত হচ্ছে । প্র্যাকটিক্যাল প্রমাণ ভালো । এখন অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসবে । বিদেশের ধ্বনি দেশবাসীর কাছে পৌঁছাবে । সকল ডবল বিদেশী বাচ্চারা সার্ভিসের প্রবল উদ্যম এবং উত্সাহের খুব ভালো প্র্যাকটিক্যাল প্রমাণ দেখিয়েছে । এইজন্য সবার তরফ থেকে তোমাকে অনেক অভিনন্দন । ভালো মাইক নিয়ে এসেছ, স্মরণের স্বরূপ হয়ে সেবা করেছ, এই কারণেই সফলতা । ভালো বাগিচা প্রস্তুত করেছ । আল্লা নিজের বাগিচা দেখছেন ।

জয়ন্তী বোনের সাথেঃ-
সকল অবস্থাতেই তুমি জন্ম থেকেই লাকি আর লাভলি । তোমার জন্মই হয়েছে লাকে । যেখানেই যাবে সেই স্থানও লাকি হয়ে যাবে । দেখ ! লন্ডন-ভূমিও লাকি হয়ে গেছে, তাই না ! তুমি যেখানেই যাও, কি উপহার দিয়ে আসো ? ভাগ্যবিধাতা দ্বারা তুমি যে ভাগ্য লাভ করেছ সেই ভাগ্যের ভাগই তো গিয়ে দিয়ে আসো । সবাই তোমাকে কি নজরে দেখে, তুমি জানো ? তুমি ভাগ্য নক্ষত্র ! যেখানে নক্ষত্র ঝিলমিল করে সেখানে সমারোহ । এইরকম অনুভব তো করো, তাই না ! পদক্ষেপ বাচ্চাদের, মদত বাবার । তুমি ফলো ফাদার তো করছই, তোমার সাথীকেও (দাদী জানকী) ভালোভাবে ফলো করছো । সমান হওয়ার রেস খুব ভালো করছো । আচ্ছা !

গায়ত্রী বোনের সাথে (ন্যু ইয়র্ক) :-
গায়ত্রীও কম নয়, তুমি সেবার খুব ভালো সাধনকে গ্রহণ করেছ । যারাই নিমিত্ত হয়ে আত্মাদের মধুবন পৌঁছিয়েছে , সেই নিমিত্ত হওয়া আত্মাদেরও বাপদাদা এবং পরিবারের বিশুদ্ধ স্নেহ-পুষ্পের বর্ষা হতেই থাকে । শেলী যতটাই ভালো আত্মা, এই যে বাচ্চা, রবার্ট ম্যূলরী এসেছে, এও খুব ভালো, সেবার ক্ষেত্রেও সে ততখানি সহযোগী আত্মা । সচ্চি দিল পর সাহেব রাজী অর্থাত্ স্বচ্ছ হৃদয়ের প্রতি স্বয়ং ঈশ্বর সহায় হন । নির্মল, হৃদয়বান বলেই বাবার স্নেহ, বাবার শক্তি সহজেই ক্যাচ করতে পেরেছে । প্রবল উদ্যম এবং প্রবল উত্সাহ আর সংকল্পের দৃঢ়তা খুব ভালো । সেবায় ভালো জাম্প দেবে । বাপদাদাও নিমিত্ত হওয়া বাচ্চাদের দেখে পুলকিত হন । তিনি বলেন, সেবায় উড়তি কলায় স্থিত, ফরিস্তা স্বরূপ হয়ে সেইরকমই অনুভব করতে থাকবে । আচ্ছা - সহযোগিতার সাফল্য মধুবন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে । বাবা কারও নাম উল্লেখ করছেন না, কিন্তু তোমাদের মনে করা উচিত্ বাবা তোমাকেই বলছেন । কেউ কম নয় । সর্বদা মনে করো প্রথমে তোমরাই সেবাতে সামনে আছো । ছোটোবড় সকলেই তন মন ধন সময় সংকল্প সবকিছু সেবাতে অর্পণ করেছে ।

মুরলী ভাই এবং রজনী বোনের সাথেঃ-
বাপদাদার স্নেহ-ডোর তোমাদের টেনে এনেছে তো ! তোমরা এখন নিরন্তর কি স্মরণ করো ? প্রতি সেকেন্ডে প্রতিটা শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে কি স্মরণে থাকে ? অন্তর থেকে শুধু 'বাবা ' শব্দই বার হয় । স্মরণের অনুভব দ্বারা তোমরা মনের খুশি অনুভব করেছ । একাগ্রতার সাথে তোমরা এখন যা ভাবছ সেটাই এগিয়ে যাওয়ার সাধন হয়ে যাবে । শুধু এক বল এক ভরসায় নির্ভর ক'রে একাগ্র হয়ে ভাবো । যখন তোমার নিশ্চয়ে এক বল এক ভরসা থাকে, তখন যাকিছু হবে, ভালোই হবে । বাপদাদা সদা সাথে আছেন আর সদা সাথেই থাকবেন । তোমরা তো বাহাদুর, তাই না ! বাচ্চাদের সাহস আর নিশ্চয় দেখে, বাপদাদা তোমাদের সাহসিকতা আর নিশ্চয়তায় অভিনন্দন জানাচ্ছেন । দুশ্চিন্তামুক্ত বাদশাহের বাচ্চা তোমরা, বাদশাহ ! তাই না ? ড্রামার ভবিতব্য তোমাদের কাছের রত্ন বানিয়ে দিয়েছে । তোমরা খুব ভালো সাহচর্যও লাভ করেছ । সাকারে সাহচর্যও শক্তিশালী । আর আত্মাদের সাথী তো বাবাই । তোমাদের ডবল লিফট্ আছে, সেই কারণে তোমরা বেফিকর (ভাবনাহীন) বাদশাহ । তোমরা সঠিক সময়ে পুণ্যাত্মা হয়ে পুণ্য কার্য করেছ । এই কারণে তোমরা সদা বাপদাদার সহযোগের উপযুক্ত পাত্র । তোমরা কত পুণ্যের অধিকার লাভ করেছ ! পুণ্য স্থানের নিমিত্ত হয়েছ । যে কোনো ক্ষেত্রে বাচ্চাদের ভাগ্য তো নির্মিত হয়েছে, তাই না ! পুণ্যের ভান্ডারে জমা হয়েছে । মুরলীধরের মুরলি, তোমরা মাস্টার মুরলী । বাবার হাত সদা তোমাদের হাতে । সদাসর্বদা স্মরণে থাকো এবং নিরন্তর শক্তি নিতে থাকো । যা বাবার ঐশ্বর্য, তাই তোমাদের। নিজেদের

সর্বাধিকারী মনে ক'রে নিরন্তর চলতে থাকো । বাপদাদা মনে করেন তোমরা তো ঘরেরই বালক, তথা মালিক । পরমার্থ এবং ব্যবহার (অন্য আত্মাদের সাথে আচার ব্যবহার) দুটোই একসাথে হতে থাকুক । অন্যদের সাথে আলাপচারিতায়ও সেই সাহচর্য থাকুক । আচ্ছা ।

ইউ. কে. গ্রুপের সাথেঃ-
তোমরা সবাই নিজেকে স্বরাজ্য অধিকারী এবং সেইভাবে বিশ্ব অধিকারী মনে করো ? লন্ডন তো রাজধানী, তাই না ! তাহলে রাজধানীতে থেকে নিজের রাজ্য সদা স্মরণে থাকে তো ? যখন রানীর মহল দেখ, তোমাদের নিজের মহল মনে পড়ে ? তোমাদের মহল কত সুন্দর হবে, তোমরা জানো তো ? তোমাদের রাজ্য এমন হবে, না এখনও পর্যন্ত সেইরকম কোনও রাজ্য হয়েছে, না হবে । এইরকম নেশা আছে তোমাদের ? যদিও সবকিছু এখন বিনাশ হয়ে যাবে, কিন্তু তোমরা ভারতে এসে যাবে, তাই না ? এটা তো স্পষ্ট বুঝতে পেরেছ, তাই নয় কি ? যেখানেই ব্রাহ্মণ আত্মারা অনেক সেবা করে সেটা নিশ্চিতভাবে পিকনিক স্থল হবে । জনসংখ্যা কম হবে এবং এত বিস্তারের আবশ্যকতা হবেনা । আচ্ছা - নিজের ঘর, নিজের রাজ্য, নিজের বাবা, নিজের কর্তব্য সর্বদা স্মরণে রেখো ।

প্রশ্নঃ - সদা এগিয়ে চলার সাধন কি ?
উত্তরঃ - নলেজ আর সেবা । যে বাচ্চারা নলেজ যথার্থভাবে ধারণ করে এবং সেবার আগ্রহ থাকে তারাই সদা সামনে এগিয়ে যেতে থাকে । হাজার ভুজা নিয়ে বাবা তোমাদের সাথে আছেন, এইজন্য সাথীকে সদা সাথে নিয়ে এগিয়ে চলো ।

প্রশ্নঃ - প্রবৃত্তিতে যে সদা সমর্পিত হয়ে থাকে, তাদের দ্বারা কোন্ ধরনের সেবা নিজে থেকেই হয়ে যায় ?
উত্তরঃ - এইরকম আত্মাদের শ্রেষ্ঠ সহযোগে সেবার বৃক্ষ ফলপ্রসূ হয় । সবার সহযোগই বৃক্ষের জল । গাছ জল পেলে যেমন অনেক প্রচুর ফল দেয়, সেইরকম শ্রেষ্ঠ সহযোগী আত্মাদের সহযোগে বৃক্ষ ফলবান হয়ে যায় । তাইতো, বাপদাদার হৃদয় সিংহাসনাসীন তোমরা বাচ্চারা সেবার কাজে সদা ডুবে থাকো, প্রবৃত্তিতেও সমর্পিত বাচ্চা, তাই না ? আচ্ছা । ওম্ শান্তি ।

বরদানঃ- যথার্থ বিধি দ্বারা ব্যর্থকে সমাপ্ত করে নাম্বার ওয়ান হয়ে পরমাত্ম সিদ্ধি স্বরূপ হও

ঠিক যেমন আলোয় অন্ধকার আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়, সেইভাবেই তোমার সময়, সংকল্প, শ্বাস সফল করলে ব্যর্থ স্বতোই সমাপ্ত হয়ে যায় । কারণ সফল করার অর্থ হলো শ্রেষ্ঠ পথে একে ব্যবহার করা । সুতরাং, ব্যর্থকে নিয়ন্ত্রণাধীন ক'রে যারা সবকিছু শ্রেষ্ঠত্বের জন্য সফল করে তারাই নাম্বার ওয়ান অর্জন করে । ব্যর্থকে স্টপ করায় তারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । এটাই পরমাত্ম সিদ্ধি । যাদের জাদুশক্তি আছে, তারা সাময়িকভাবে অলৌকিক কাণ্ড দেখায়, আর তোমরা সেখানে যথার্থ বিধি দ্বারা পরমাত্ম সিদ্ধি প্রাপ্ত করো ।

স্লোগানঃ- অপকারীরও যে উপকারী সে-ই 'জ্ঞানী তু আত্মা '।